বুধবার, ১৩ ভাদ্র, ১৪২৪
বর্ষ : ৬, সংখ্যা : ২৮

কুড়ি বছর জেল গডম্যানের, আদালতের রায়ের প্রভাব পড়বে সমাজে

ভারতের বিচার ব্যবস্থার মাহাত্ম্য এখানেই। আইনের চোখে সবাই সমান। সেখানে বিচার প্রক্রিয়ায় কারও রেহাই নেই। তা তিনি যত ক্ষমতাশালী বা ওপরতলার মানুষ হোন না কেন। এই ধারাকে বজায় রেখেই সিবিআই বিশেষ আদালত জোড়া ধর্ষণ কাণ্ডে দোষী সাব্যস্ত গডম্যান গুরমিত রামরহিম সিংকে ১০-১০ বছরের সাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে, এই রায় পড়ে শোনানি বিচারক জগদীপ সিং। অর্থাৎ 'বাবা'-র প্রথম ১০ বছরের সাজা শেষ হলে পরের ১০ বছর সাজা শুরু হবে। দুই মামলায় আদালত গুরমিতকে ৩০ লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য করেছে। এছাড়া দুই নির্যাতীত কে ১৪ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। ১০-১০ কুড়ি বছর 'বাবা' জেলে থাকবেন অর্থাৎ ২০৩৭ সাল পর্যন্ত তাকে জেলে থাকতে হবে। বলাবাহুল্য, এমন জঘন্য অপরাধীকে উচিত এবং যথাযোগ্য সাজা দিয়েছে সিবিআই বিশেষ আদালত। চারটি ধারায় এই শাস্তি দেওয়া হয় 'গডম্যানকে'। এই কঠোর শাস্তির প্রয়োজন ছিল। আমরা আদালতের এই ঐতিহাসিক রায়কে স্বাগত জানাই। এই ঘটনা থেকে 'বাবারা' শিক্ষা নেবেন, এটাই ধারণা দেশের মানুষের।

দেশে গডম্যান বা বাবাদের আবির্ভাব সর্বকালেই হয়ে থাকে। এরা নানাভাবে সমাজে মোহজাল বিস্তার করেন। প্রভাবিত করেন সমাজকে, মানুষ নানা কারণে এদের সংস্পর্শে আসেন। এইসব বাবাদের প্রধান কাজ সমাজে প্রভাব বিস্তার করে ধন-সম্পদ, খ্যাতি অর্জন করা। ভাল কাজও কিছু এরা করেন। লোকশিক্ষাও দেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় কথার কারসাজিতে মানুষকে আকৃষ্ট করে ভোগ বিলাসে থাকা, মহিলাদের নিয়ে স্ফূর্তি করা এদের কাজ। আসলে এরা ভণ্ড, বাবা গুরমিত এই ধরনের মানুষ। এরা সমাজে প্রভাব বিস্তার করে সবরকম অপরাধমূলক কাজকর্ম চালায়। কিন্তু এসব বেশিদিন চলে না। সিবিআই বিশেষ আদালত বাবাকে উপযুক্ত সাজা দিয়েছে। আদালতের রায়ের এই প্রভাব সমাজে অবশ্যই পড়বে।

অমৃতবার্তা

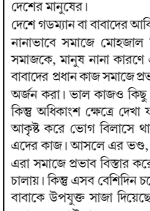

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

''মাংসের ভাঁড় ল'য়ে যাচ্ছে চভাল—সে শঙ্করের ছুঁয়েছিল। শঙ্কর যেই বলেছেন, আমায় ছুঁলি!—চভাল বল্লে, ঠাকুর, আমিও তোমায় ছুঁই নাই,—তুমিও আমায় ছোঁও নাই! তুমি শুদ্ধ-আত্মা—নির্লিপ্ত।'' '' জড় ভরতও ঐ সকল কথা রাজা বহুগণকে বলেছিল।'' '' শুদ্ধ—আত্মা নির্লিপ্ত। আর শুদ্ধ আত্মাকে দেখা যায় না। জলে লবণ মিশ্রিত থাকলে লবণকে চক্ষের দ্বারা দেখা যায় না।'' ''যিনি শুদ্ধ-আত্মা তিনিই **মহাকরণ**—কারণের কারণ। **স্থূল সূক্ষ্ম**, কারণ, মহা-কারণ। পঞ্চভূত স্থূল। মন বুদ্ধি অহঙ্কার, সূক্ষ্ম। প্রকৃতি বা আদ্যশক্তি সকলের কারণ। ব্রহ্ম বা শুদ্ধ-আত্মা কারণের কারণ।'' '' **এই শুদ্ধ-আত্মাই আমাদের স্বরূপ**।'' ''জান কাকে বলে? এই স্ব-স্বরূপকে জানা আর তাঁতে মন রাখা ! এই শুদ্ধ-আত্মাকে জানা।''

কর্মকত দিন?

''কর্ম কত দিন?—যতদিন দেহ-অভিমান থাকে; অর্থাৎ দেহই আমি এই বুদ্ধি থাকে। গীতায় ঐ কথা আছে। ''দেহে আত্মবুদ্ধি করার নামই অজ্ঞান।''(শিবপুরের ব্রাহ্ম ভক্তের প্রতি)—''আপনি কি ব্রাহ্ম?'' ব্রাহ্ম ভক্ত—আজ্ঞা হাঁ। শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আমি নিরাকার সাধকের চোখ মুখ দেখে বুঝতে পারি। আপনি একটু ডুবু দিবেন। উপরে ভাসলে রত্ন পাওয়া যায় না। আমি সাকার নিরাকার সব মানি।

দিনপঞ্জিকা

১৩ ভাদ্র, ভাঃ ৮ ভাদ্র **৩০ আগস্ট**, ১৩ ভাদ্র, সংবৎ ৯ ভাদ্রপদ সুদি, ৭ জেলহজ্জ। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২১, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৫৬। **বুধবার**, নবমী শেষরাত্রি ঘ ৪।৪৪মিঃ। জ্যৈষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি ঘ ২।৩৮মিঃ। বিষ্কুম্ভযোগ রাত্রি ঘ ৩।৯মিঃ। বালবকরণ, দিবা ঘ ৩।৪৪ গতে কৌলবকরণ, শেষরাত্রি ঘ ৪।৪৪ গতে তৈতিলকরণ। **জন্মে**—বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, রাত্রি ঘ ২।৩৮ গতে ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। **মৃতে**—দোষ নাই। **কালবেলাদি** ঘ ৮।৩০ গতে ১০।৪ মধ্যে ও ১১।৩৮ গতে ১।৩৩ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ২।৩০ গতে ৩।৫৫ মধ্যে। **যাত্রা**—নাই। **শুভকর্ম্ম**—নাই। **বিবিধ**—নবমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। শেষরাত্রি ঘ ৪।৪৪ গতে মাসদত্তা। পুর্ব্বাহ্ন ঘ ৯।৩২ মধ্যে গোস্তামিমতে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী ব্রতের পারণ। **তালনবমী ব্রত। সংসদের প্রতিষ্ঠাতা ঠাকুর শ্রীশ্রীঅনুকূলচন্দ্রের শুভাবির্ভাব তিথি, পূজা ও মহোৎসব।** **অমৃতযোগ**—দিবা ঘ ৭।৩ মধ্যে ও ৯।৩০ গতে ১১।৮ মধ্যে ও ৩।৩৩ গতে ৪।৫১ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৬।২৭ গতে ৮।৪৮ মধ্যে ও ১।৩০ গতে ৫।২১ মধ্যে। **মাহেন্দ্রযোগ**—দিবা ঘ ১।৩৫ গতে ৩।১৩ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৮।৪৮ গতে ১০।২২ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

১৩ ভাদ্র, ভাঃ ৮ ভাদ্র, ৩০ আগস্ট, ১৩ ভাদ্র, ৭ জেলহজ্জ উঃ ৫।২১, অঃ ৫।৫৬ বুধবার, নবমী শেঃ রাঃ ঘঃ ৪।৪৪।৭ জেলহজ্জ পর্দা ইমাম বাকের (রাজিঃ) ১৩ ভাদ্র দেওয়ান রসিদ চিত্তির উরস, কালুতাক, বর্দ্ধমান(বাঃ মাঃ)

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে, সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

জ্যোতি বসুর আমলেও 'গডম্যান' বালক ব্রহ্মচারীর মৃতদেহ ৫৫দিন আটক রাখেন ভক্তরা

কমল ভট্টাচার্য

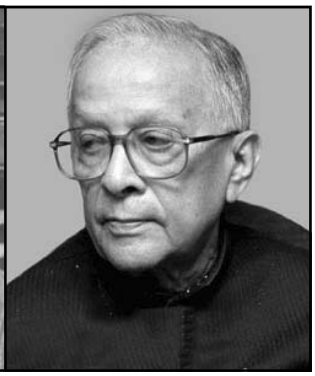

মন্ত্রী, আমলা, রাজনীতিকদের প্রশ্রয় আর আস্কারাতেই ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে 'গডম্যান'রা। যে কোনও কারণেই হোক গডম্যানদের ঘাঁটাতে সাহস করেন না কেউ। হয় রাজনীতিকদের দুর্বলতা না হলে গডম্যানদের সম্মোহিনী শক্তি এই দুইয়ের জন্যই বারে বারে রাজনীতিকরা গডম্যানদের সংস্পর্শে আসেন, তাদের প্রণাম জানান। চান আশীর্বাদও। যুগে যুগে এমনটাই হয়ে এসেছে। হরিয়ানার গুরমিত রাম রহিম সিংও তার ব্যতিক্রম নন। আর এসব কারণেই তারা সংবাদমাধ্যমের শিরোনামে আসেন। বাম আমল হোক আর বিজেপি শাসন হোক গুরমিত সিং'রা কার্যত পাল্টা প্রশাসন চালান। মদ, ভোগ, অর্থের লালসা এদের গ্রাস করে। এরা নিত্যনতুন যাদুতে শীর্ষ রাজনীতিকদের কব্জা করে ঘর-বাড়ি, জমি-জমা, সম্পদ, লুঠে নেন, প্রশাসন দেখেও দেখে না। এটাই এদেশের রীতি।

এই রাজ্যেই সনাতন দলের প্রতিষ্ঠাতা বালক ব্রহ্মচারীর মৃতদেহ ৫৫দিন আশ্রমে আটক রেখেছিলেন তার ভক্তরা। পশ্চিমবঙ্গে প্রবল প্রতাপশালী মুখ্যমন্ত্রী সাহস করেননি বালক ব্রহ্মচারীর মৃতদেহ সরাতে। কারণ ব্রহ্মচারীও ছিলেন বাংলায় গডম্যান। কিন্তু এই গডম্যানের মৃত্যু হয় ১৯৯৩ সালে। তিনি মরতে পারেন না, এই বিশ্বাস থেকেই তার হাজার হাজার ভক্ত বালক ব্রহ্মচারীর মৃতদেহ ঘিরে রেখেছিল আশ্রমে, ৫৫দিন মৃতদেহ পড়ে থাকার পর জ্যোতি বসুর কপালে ঘাম ছুটে গেছিল। কিন্তু, মুশকিল আসান করেন বসুশ্রেমী তদনীন্তন মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী। তিনি অসাধ্য সাধন করেছিলেন। সরকারি সহায়তায় তাঁরই পরামর্শে প্রায় ৪৫০ জন পুলিশ কর্মী আশ্রমে ঢোকে, প্রায় চার ঘন্টা বালক ব্রহ্মচারীদের কয়েক হাজার ভক্তের সঙ্গে তুমুল লড়াই করে আশ্রমের দোতলা থেকে গডম্যানের মৃতদেহ তুলে এনে দাহ করে। একইভাবে আশুতোষ মহারাজকে শেষকৃত্য করতে বাধা দেয়তার লাখ লাখ ভক্ত। পাঞ্জাবের দিব্যজ্যোতি জাগৃতি সংস্থানের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আশুতোষ মহারাজ। তিনি মারা যান ২০১৪ সালে। শেষ পর্যন্ত পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট ২০১৭ সালের ৫ জুলাই ভক্তদের চাপে আশুতোষ মহারাজের মরদেহ ১২মিঃ ফুট মাপের বরফাবৃত কাচের ঘরে রাখার নির্দেশ দেয়। এ রাজ্যেই আনন্দমার্গ প্রধান আনন্দমূর্তিজিকে ৬ মার্গীকে খুনের দায়ে ১৯৯১ সালে জেলে পাঠানো হয়। তাঁর ভক্তের সংখ্যা ছিল ৪০ লাখ, বিশ্বের ৮৫টি দেশে তার ভক্তরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন। জেল থেকে তাঁকে মুক্তি দেওয়ার দাবিতে তাঁর ভক্তরা ক্যানবেরায় একজন ভারতীয়কে খুন করে। কাঠমাণ্ডুতে ভারতীয় দূতাবাসে বিস্ফোরণ ঘটায়। এই তালিকায় আছেন ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত বাবা নিত্যানন্দ, গডম্যান আশারাম, তার গুধবর পুত্র নারায়ণ সাই, বাবা ভীমানন্দ। ভীমানন্দ খুব সম্ভ্রান্তশালী পরিবারের মহিলাদের নিয়ে সেক্স র‍্যাকেট চালাতেন। ২০১০ সালে তাকে পুলিশ গ্রেফতার করে এই সেক্স র‍্যাকেট চালানোর অভিযোগে। সিবিআইয়ের প্রাক্তন অফিসার সাংবাদিকদের বলেছেন, গডম্যান রামরহিম সিংয়ের বিচার ৫ বছর কার্যত বন্ধ ছিল রাজনীতিক গডম্যানদের চাপে। বাবার ভক্তদের ভোটের দিকে তাকিয়েই পুলিশকে কোনও পদক্ষেপ নিতে দেয়নি প্রশাসন। এ ব্যাপারে হরিয়ানায় সব সরকারের ভূমিকা সমান ছিল। প্রশাসন নির্বিকার ছিল বলেই গডম্যান রামরহিম সিংয়ের এত বাড়বাড়ন্ত। কিন্তু, এত কাণ্ডের পরও হরিয়ানার বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খট্টরের বা তার দলের কোনও আক্ষেপ নেই, বরং হরিয়ানা-বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীর তারিফ করেছেন, এমন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সামালে তার দক্ষতার জন্য। জোর গলায় তাঁরা বলেছেন, শেষ চাপের কাছে নতি স্বীকার করে মুখ্যমন্ত্রী খট্টরের ইস্তফা দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। হরিয়ানা ও পাঞ্জাব হাইকোর্টের ভর্ৎসনায় তাদের কিছু যায় আসে না। বরং, আড়ালে আবডালে তারা বিচারপতিদের কটাক্ষ করছেন। ধর্ষণ কাণ্ডে দোষী সাব্যস্ত স্বঘোষিত 'গডম্যান' গুরমিত রামরহিম সিং-এর ভক্তদের তাণ্ডবে হরিয়ানায় সুশাসনের দাবিদার মনোহরলাল খট্টর সরকারের ব্যর্থতার জন্যই বিজেপির মানসম্মান মাটিতে মিশে গেল। এই ঘটনা সম্পর্কে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট হরিয়ানার খট্টর সরকারকে অভিযুক্ত করে বলেছে, ভোটব্যাঙ্কের ফায়দা লোটার জন্য ওই রাজ্য সরকার তাণ্ডবকারীদের কাছে রাজনৈতিক আত্মসমর্পণ করেছে। হাইকোর্টের প্রশ্ন, গডম্যানের ভক্তদের জমায়েতে অনুমতি দেওয়া হল কেন? প্রসঙ্গত, ভক্তদের হিংসাত্মক ঘটনায় অন্তত ৩৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। ২৬৯ জন আহত হয়েছেন। এই হিংসাত্মক ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ ৮টি এফআইআর দায়ের করেছে। দেশদ্রোহিতার অভিযোগে ২টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ফেফতার করা হয়েছে ৫২৪ জনকে। হামলাকারীদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ২টি এ কে ৪৭ রাইফেল, ১টি মাউজার, ৭টি রাইফেল, ১০টি পিস্তল, ১৩১টি বুলেট। প্রশ্ন, এত অস্ত্র কীভাবে এল? মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খট্টর রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও। এই অস্ত্র আমদানি কীভাবে হল, তিনি তার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করবেন বলেই দেশবাসীর আশা। তবে এটা অত্যন্ত প্রশংসনীয় যে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই ঘটনা সম্পর্কে মুখ খুলেছেন। তিনি আকাশবাণীতে তাঁর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে বলেছেন, বিশ্বাসের নামে তাণ্ডব বরদাস্ত করা হবে না। আইন ভঙ্গকারীরা শাস্তি পাবেই, আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার ক্ষমতা কারো নেই। যারা বা যে গোষ্ঠী আইন নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের ছাড়া হবে না। তারা শাস্তি পাবেই বলেই দেশবাসীকে আশ্বস্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এখন প্রতীক্ষায় থাকতে হবে হরিয়ানা সরকার কী কী পদক্ষেপ নেয়। আর বিজেপি নেতৃত্ব কোন ব্যবস্থা নেন মুখ্যমন্ত্রী খট্টরের বিরুদ্ধে। নাকি সবটাই ধামাচাপা পড়ে যাবে পূর্বসুরীদের মতো?

অধর্মের সাথে অরাজনীতির যোগ

ড. বাণী প্রসাদ সেন
(এক্সিকিউটিভ মেম্বার, নিউ পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন সোসাইটি এফ ইন্ডিয়া)
পর্ব ১

মাত্র কয়েকটা দিনের মধ্যে একটি ষোলআনা নিরীহ নির্ভেজাল শব্দ 'ডেরা' যে এত বিখ্যাত বা কুখ্যাত ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসবে, তা সম্ভবত অনেকেই উপলব্ধি করতে পারেনি। মূলত, হিন্দি এবং বাংলায় 'ডেরা' শব্দের মধ্যে ভ্রাম্যমান রোমান্টিকতার অনুরণন শোনা যায়। কিন্তু, এখন শব্দটার মূল মাহাত্ম্য নষ্ট হয়ে গেছে। বাবা গুরমিত রামরহিমের সুবাদে ডেরা শব্দটিই চেহারা ও চরিত্র যেন চকিতে পাল্টে গেল।

যে বীভৎস ঘটনা গত কয়েকদিন সমগ্র দেশকে অস্থির এবং অশান্ত বানিয়ে রেখেছে সেইসব কিছুর মূলে যেতে হবে। দেখতে হবে সমগ্র ব্যাপারটা কী?

ডেরা একটি ব্যবস্থার নাম। ব্যবস্থাটি অবশ্যই ধর্মীয় এবং এর উদ্দেশ্যসমূহ ঘোষিতভাবে এবং অনেকটা বাস্তবের সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক। পশ্চিম ও উত্তর ভারতে এমন অসংখ্য ডেরা দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে। বস্তুতপক্ষে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লি ও রাজস্থানে এদের সংখ্যাধিক্য রীতিমত চর্চার বিষয়। ডেরার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে সমাজের অবহেলিত, প্রান্তিক, দরিদ্র এবং নিম্নমধ্যবিত্ত অংশ। বিভিন্ন কারণে, ভৌগলিক থেকে মানসিক বা আত্মিক সমাজের এই বিপুল সংখ্যার হতদরিদ্র মানুষগুলো ধর্মের মূল প্রবাহ থেকে দূরে থেকেছে বা থাকতে বাধ্য হয়েছে। ডেরার অনুগামীরা প্রশাসন ও রাজনীতির প্রচলিত প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে আলাদা থাকতে পছন্দ করে। তারা রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক এমনকি বিচার ব্যবস্থাকেও গুরুত্ব দেয় না। এরা সমাজের মধ্যে আর একটা আবদ্ধ সমাজ তৈরি করে। সাম্প্রতিককালে এমন হাজার হাজার ডেরার মধ্যে কয়েকটি রীতিমত নামী সংস্থা আছে, যেমন রাধাস্বামী সংসঙ্গ, নিরঙ্কারী সম্প্রদায়, দিব্যজ্যোতি জাগৃতি সংস্থান, সৎলোক আশ্রম ইত্যাদি। এইসব ডেরা বা সংস্থাগুলি স্বাস্থ্যরক্ষা, দারিদ্রদূরীকরণ, শিক্ষার বিস্তারের বিভিন্ন কর্মসূচীকে খুবই দক্ষতার সঙ্গে কার্যকর করেছে। তাই এদের জনপ্রিয়তা প্রশ্নাতীত। বৃত্তের মধ্যে বৃত্ত তথা সমাজের মধ্যে আরেকটি আলাদা আবদ্ধ সমাজের অর্থ হল সংস্কৃতির মধ্যে উপ-সংস্কৃতির (sub-culture) নির্মাণ অর্থাৎ আচার-আচরণ, চিন্তাধারা, জীবনযাপনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমভাব এবং মনোভাব তৈরির মাধ্যমে একটি বিশেষ ডেরার বিশ্বাসী ও অনুগামীদের একটি নিজস্ব পরিচিতি(Identity) তৈরি করা। বাবা রামরহিমের প্রতিষ্ঠানটি অর্থাৎ ডেরা সাচা সৌদা এমন একটি প্রতিষ্ঠান যে চলে তার নিজের মর্জিমত এবং একটি নিজস্ব করণশৈলীর মাধ্যমে।

ডেরা সাচা সৌদার অস্তিত্বের মূল যুক্তিটি(Logic) জানা প্রয়োজন। আমরা জানি শিখ ধর্মের ধর্মীয় নানাবিধ ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ক্ষমতার কেন্দ্র হল অকাল তখত্ (Akal Takht) যার পক্ষে তৃণমূলস্তরে দেশ ও সমাজের সর্বত্র পৌঁছানো সম্ভব নয়। অথচ, ধর্মীয় বিধি নিষেধ ও সেবামূলক নানা মানবকল্যাণের কাজ কেমনভাবে করে, বস্তুত পক্ষে ডেরাগুলিই সেই দায়িত্ব পালন করে। হরিয়ানার সিরসা শহরে ডেরা সাচা সৌদার প্রাণকেন্দ্র তথা সদর দপ্তর অবস্থিত। ভৌগোলিক দৃষ্টি থেকে সিরসা তিনটি রাজ্য তথা হরিয়ানা, দিল্লি ও রাজস্থানের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত বলা যায়। পাঞ্জাবে এই ডেরার কাজকর্মের প্রভাব খুবই ব্যাপক ও বহুবিস্তৃত। স্বভাবতই একসাথে এতগুলি রাজ্যে সমর্থক ও অনুগামীদের একটি স্থানে সমবেত ক'রে কোনও নির্দেশ দেওয়ার পক্ষে সিরসা একটি কৌশলগত সুবিধাযুক্ত স্থান। রাম রহিম সিং-এর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগের সূত্রে আইনগত সংঘাত চলছে দীর্ঘকাল ধরে। আগেও কোন না কোন কারণে উত্তেজনার দৃশ্য তৈরি হয়েছে বিতর্কিত বাবাকে কেন্দ্র করে। কিন্তু এবার পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করে। গত শুক্রবার বেলা ২.৩০মিনিট নাগাদ পাঁচকুলার সি.বি.আই আদালত রামরহিম সিংকে ধর্ষণের মামলায় অভিযুক্ত ঘোষণা করার পরে মুহূর্তের মধ্যে পরিকল্পিতভাবে ডেরা সাচা সৌদার সমর্থকগণ ভয়ংকর হিংস্র মূর্তি ধারণ করে ও সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটাতে শুরু করে। শহরের তিনটি অংশ, যেগুলিকে সেক্টর বলা হয় সেই ৩, ৪ এবং ৫ ভীষণভাবে ডেরা বাহিনীর তান্ডব নৃত্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ৩২ জন মারা যায়। বলাবাহুল্য, প্রায় সবাই ডেরা বাহিনীর অনুগত অনুরাগীর দল যাদের দিব্য উন্মাদনার চরম প্রকাশে হরিয়ানার আইনশৃঙ্খলা কার্যত বেশ কিছুক্ষণের জন্য বিপর্যস্ত হয়। রাজনীতির পর্যবেক্ষকদের সকলে সহমত যে এই নিয়ে তিনবার আইন-শৃঙ্খলাজনিত বিপর্যয়ের লজ্জাজনক সাক্ষী হতে হল মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খট্টরকে। নিঃসন্দেহে এখানে শাসকদল হিসাবে ভারতীয় জনতা পার্টিও একটি ব্যর্থতার নজির তৈরি করল। তবে ডেরা সাচা সৌদার রাজনীতি তথা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সুযোগসন্ধানী সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। এতদিন রাজ্যে ও কেন্দ্রে কংগ্রেস তথা কংগ্রেসচালিত জোটের সরকার থাকায় কংগ্রেসের বিভিন্ন নেতা উপকার পেয়েছেন ও উপকার করেছেন। এইসব আদান-প্রদানের আসল কারণ হল ভোট ব্যাংকের রাজনীতি বা বলা উচিৎ দুর্নীতি। উল্লেখ্য হল যে এইসব রামরহিমের সমর্থকরা সাধারণভাবে সকলেই দলিত ও দরিদ্র তথা অতি সাধারণ। সুতরাং, ভোটের বাজারে এদের ভোটের দাম যে ভালোই হবে তা সহজেই অনুমেয়। ভোটের রাজনীতিতে বাবা রামরহিমের প্রভাবের প্রথম সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় ২০০৭ সালে পাঞ্জাব বিধানসভার নির্বাচনে। নির্বাচনের মধ্যপর্বে যখন নির্বাচকমন্ডলী ভোট দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে বাবা তখন অনেক হিসেব নিকেশ মেনে চাওয়া পাওয়ার তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিয়ে অনুগামীদের আহ্বান করলেন জাতীয় কংগ্রেসকে ভোট দিতে। বি.জে.পির নেতারা তাকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। এর ফলে ইতিমধ্যেই তার বিরুদ্ধে সি.বি.আই যে তদন্তের উদ্যোগ আয়োজনে নেমেছিল তা বন্ধ হয়ে যায়।

এভাবে কংগ্রেসের সাথে ডেরা সাচা সৌদার বাণিজ্য তথা সওদা বা Deal ভালোই হল। পাঞ্জাবের ভাতিন্দা, সংগুর এবং মানসা তিনটি অঞ্চলেই কংগ্রেস বিপুল ভোটে জয়লাভ করল। ইতিমধ্যে ২০০২ সালেই এই মহামানবটির যৌন শোষণ, ধর্ষণ ইত্যাদি কুকর্মে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠতে শুরু করে। পাঁচকুলার আদালতের রায়ের মাধ্যমে পাপের শাস্তি ঘোষণা হল। ঘটনার গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে ইতিমধ্যেই যে বিষয়গুলি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সেগুলি হল, একদিকে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যর্থতা ও অন্যদিকে পুলিশ প্রশাসনের অক্ষমতা যা দেশের সমস্ত শুভচিন্তক মানুষকে মর্মাহত করেছে। **ক্রমশ**

সম্পাদক সমীপেষু

বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই

'বাঁশবাগানের মাথার ওপর চাঁদ উঠেছে ওই' এই গানটা যখন ভেসে আসে কানেতে তখন মনে পড়ে যায়, এই গানের মহিলা কণ্ঠস্বরটাকে। তিনি হলেন প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলাগানের ক্ষেত্রে যিনি একসময় ছিলেন সকলের প্রিয় পাত্রী। আর এই গানের জন্য যিনি সুরের দায়িত্ব পালন করে গেছেন, তিনি হলেন সুধীন দাশগুপ্ত। সবার আগে যিনি এমন একটা সুন্দর কবিতা রচনা করেছিলেন সেই মানুষটিকে খুঁজে নিতে হবে। তিনি হলেন যতীন্দ্রমোহন বাগচি। তাঁর লেখা কবিতাটিকে সুরের সাথে তুলে ধরেছিলেন সুধীনবাবু। আর কণ্ঠদানে এগিয়ে এসেছিলেন প্রতিমাদি। এখানে একটা কথা ঠিক, যদি ভাল রচনা হয় তবে সেই রচনাকে একটি রূপ দেওয়া যায়। যেমন যতীন্দ্রমোহন বাগচি এমন সুন্দর একটা রচনা করে গেছেন। তাই তো আমরা একটা ভাল গান শুনতেও পেয়েছি। আমাদের গর্ব আমরা পশ্চিমবঙ্গে জন্মেছি, আর পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে বঙ্গসংস্কৃতিকে তুলে ধরা হয়, তা বোধ হয় অন্য কোনোও রাজ্যে হয় না। সেই পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলার নাম হুগলি জেলা। সেই জেলার মধ্যেই রয়েছে বলাগড়। আর বলাগড়েতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচি। এটাও এই বঙ্গের কাছে একটা পরম প্রাপ্তির মতো। একজন মানুষ তাঁর মধ্যে থাকা প্রতিভাটিকে যখন তুলে ধরেন তখন সেটাই আমাদের পরম প্রাপ্তি হয়। যতীন্দ্রমোহন বাগচি এসেছিলেন এই ধরাধামে ১৮৭৮ সালের ২৭ নভেম্বর। তার পর নিজের

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
পি-১১, সি আই টি রোড,
স্কিম-এলভিং,
কলকাতা-৭০০০১৪

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়